১৯৩৮: দি বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট

১৯৪৭: ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট

১৯৭২: বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট

২০০১: শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

সুবর্ণ জয়ন্তী

১১ ডিসেম্বর ১৯৩৮
১১ ডিসেম্বর ২০১৩

কৃষির প্রথম বিদ্যাপীঠ

● নিজামুল হক

রাজধানীর কৃষি শিক্ষার একমাত্র বিদ্যাপীঠ বর্তমান শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টিই ছিল উপমহাদেশের কৃষি শিক্ষার প্রথম ও একমাত্র প্রতিষ্ঠান। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শ্যামল ছায়ায় ঘেরা রাজধানীর এই আধুনিক গ্রামটি ২০০১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে একযুগ ধরে পথ চলা প্রতিষ্ঠানটি সময়ের ঘণ্টায় দিন যত সামনে যাচ্ছে কর্মমুখী শিক্ষা হিসেবে কৃষির প্রতিও আগ্রহ বাড়ছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। কিন্তু বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি দেশকে কতটুকু দিতে পেরেছে এটাই এখন প্রশ্ন।

১৯১৯ সালে রাজকীয় কৃষি কমিশনের গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ঢাকার তেজগাঁও কৃষি গবেষণা সংলগ্ন ৩শ' একর জমিতে ১৯৩৮ সালের ১১ ডিসেম্বর তৎকালীন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা একে ফজলুল হক পূর্ব বাংলার প্রথম কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন। যার নাম দেয়া হয় দি বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট। ১৯৭৪ সালে এর নাম হয় ইস্ট পাকিস্তান এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এর নাম রাখা হয় বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তখন এ ইনস্টিটিউটে কৃষি অনুষদে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার সুযোগ ছিল। এ দেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের অন্নদান, কৃষিশিক্ষা, কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণে এ ইনস্টিটিউটের গ্রাজুয়েটগণই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সকলে চেয়েছিল এটিকে বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তরের। কিন্তু এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত না করে ১৯৬১ সালে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ১৯৬৪ সালে এ ইনস্টিটিউট ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ হিসাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। পরে দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে ২০০১ সালের ৯ জুলাই এ ইনস্টিটিউটকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করা হয়।

শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ এই তিন মূলমন্ত্রকে ভিত্তি করে ২০০১ সালের ১৫ জুলাই যাত্রা শুরু করে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০১ সালের ৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউটের (বিএআই) হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএআইকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা দেন। ৯ জুলাই ২০০১ সালে সংসদে আইন পাস করেন। রাজধানীর ছায়া সুনিবিড়, সবুজ শ্যামলের একটি গ্রাম শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। শেরেবাংলা নগরের প্রায় ৮৭ একর জমির ওপর এর অবস্থান। এর আগে প্রায় ৩শ' একর সম্পত্তি নিয়ে ফার্মগেট থেকে খামারবাড়ী, সংসদ ভবন এলাকা, বাণিজ্যমেলার মাঠসহ পুরো এলাকাটিই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষার্থী প্রায় তিন হাজার। শিক্ষক প্রায় দুইশ। কর্মকর্তা ১৩০, কর্মচারীসহ অন্যান্য জনবল ৪শ'।

ছবি: আশিক মাহমুদ

একযুগের বিশ্ববিদ্যালয়: এখনো অনেক অপূর্ণতা

শেরেবাংলার এই প্রতিষ্ঠানটি একযুগ পেরিয়ে গেলেও অপূর্ণতা অনেক। দক্ষ প্রশাসনের অভাবে এমনটি হয়েছে বলে মনে করছেন প্রতিষ্ঠানটির প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা। তাদের মতে, এই প্রতিষ্ঠানটিতে প্রতিটি সরকারের সময় যিনি ভিসি হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন, সেই জনবল নিয়োগে পুরোটাই দলীয় ও স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে মেধা ডিঙিয়ে শিক্ষকের ছেলে বা দলীয় কর্মী হয়েছে শিক্ষক, ভিসির বাসার শ্রমিক হয়েছেন বড় কর্মকর্তা। দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পেয়েছেন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক। কম্পিউটার অপারেটর পদে নিয়োগ পাবার পর তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেই কম্পিউটার শিখেছেন। প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা না

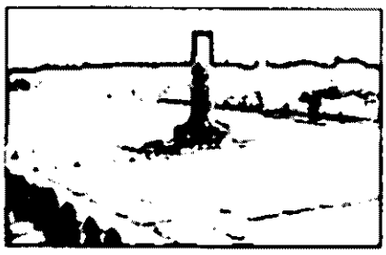

থাকার পরও আবার ডিসিকে ডিঙ্গি করে শিক্ষকের পাশাপাশি কর্মকর্তাও নিয়েছেন পদোন্নতি। ১১ বছর পর নিয়োগ দেয়া হয়েছে প্রো-ভিসি। আবার ১২ বছরে নিয়োগ দিতে পারেনি পূর্ণকালীন রেজিস্ট্রার। হাতে গোনা কয়েকজন শিক্ষকই শুধু গবেষণা করছেন। যারাই আশার আলো দেখাচ্ছেন। গবেষণার মাঠ এখনো অনেক সময় খালি পড়ে থাকে। জনবলের কোঠা শূন্য নেই। তবে কাজের পরিধিতে এখনো অনেক পিছিয়ে। নেই টিএসসি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের তেমন সুযোগ। তবে তরুণ শিক্ষকদের নিয়ে আশার আলো দেখা যাচ্ছে। বিদেশে যাচ্ছে উচ্চ শিক্ষার জন্য। আবার বিদেশে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন নিয়েও আর ফিরে আসেনি ক্যাম্পাসে। এমন ঘটনাও ঘটেছে ছোট এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। আবাসিক হলে ছাত্রীদের অনেক দিন ভোগান্তিতে থাকতে হয়েছে। ২০০১ সালে সরকারি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি হিসাবে নিয়োগ পান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষক ড. এ এম ফারুক। টানা দুই মেয়াদে তিনি ভিসি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে নিয়োগ পান বাকৃবির শিক্ষক অধ্যাপক শাহ ই আলম। এই দুই ভিসির সময়ই হয়েছে নানা অনিয়ম, দুর্নীতি। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলেরই দাবি ছিল শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে ভিসি নিয়োগ দেয়ার। এ নিয়ে আন্দোলনও চলছিল অনেক দিন। যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আন্তরিক হবেন। দাবি পূরণ হয়েছে। কিন্তু যারা এই আন্দোলনে ছিলেন তারাই এখন হতাশ।